নির্মল পিকচার্স-এর

নিবেদন

সিঁথির সিঁদুর

নির্মল পিকচার্স-এর প্রথম নিবেদন

সিঁথির সিঁদুর

প্রযোজনা : জীবন কুমার দত্ত * কাহিনী : বিজয় গুপ্ত
পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু সেন * সঙ্গীত : কালিপদ সেন

● রূপায়ণে ●

সন্ধ্যারাণী : অসিতবরণ : দীপ্তি রায় : ছবি বিশ্বাস : পাহাড়ী সান্যাল : কমল মিত্র : সাবিত্রী চ্যাটার্জি : তপতী ঘোষ : অনুপ কুমার : বীরেন চ্যাটার্জি : বীরেশ্বর সেন : পদ্মা দেবী : রাজলক্ষ্মী (বড়) : অর্পণা দেবী : অজন্তা কর : অনুশীলা : রেনুকা রায় : সন্তোষ সিংহ : জহর রায় : নৃপতি চ্যাটার্জি : বেচু সিংহ : রাজা মুখার্জি : কালী ব্যানার্জি : তুলসী চক্রবর্ত্তী : হরিধন : ধীরাজ দাস : কবি দাসগুপ্ত : অমূল্য সান্যাল : সন্ত বসু
ও হলিউড তারকা মিঃ রবার্ট ক্যানিংহাম

●

আলোকচিত্র : সন্তোষ গুহ রায় * গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্প নির্দেশক : সুনীল সরকার * সহঃ পরিচালনা : মহাদেব সেন
সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী * প্রচার : ক্যাপস্ (C. A. P. S)
শব্দগ্রহণ : গৌর দাস * রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা : পরিতোষ রায় ও কাজল দত্ত

নেপথ্য সঙ্গীত :
সন্ধ্যা মুখার্জি, প্রতিমা ব্যানার্জি, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখার্জি

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক — **শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ**

কাহিনী

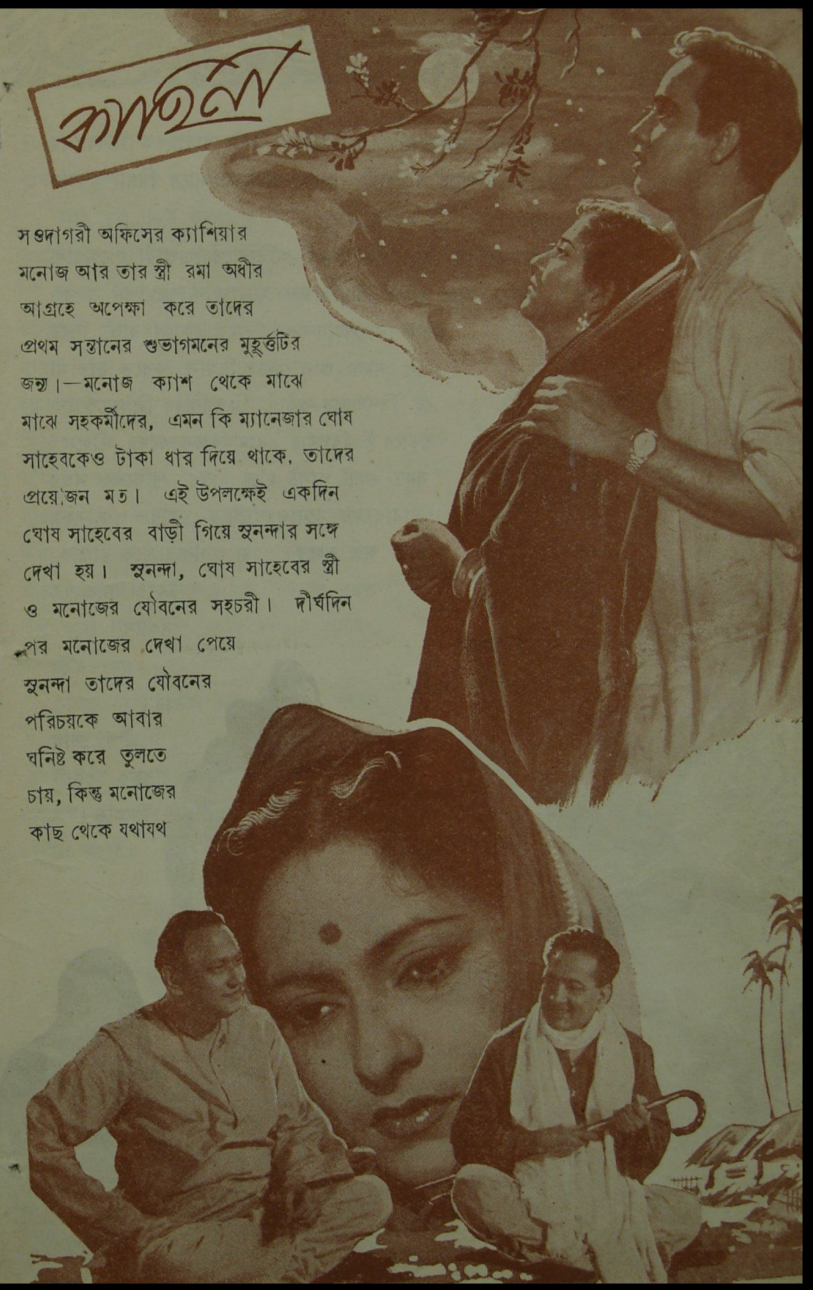

সওদাগরী অফিসের ক্যাশিয়ার মনোজ আর তার স্ত্রী রমা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে তাদের প্রথম সন্তানের শুভাগমনের মুহূর্ত্তটির জন্য।—মনোজ ক্যাশ থেকে মাঝে মাঝে সহকর্মীদের, এমন কি ম্যানেজার ঘোষ সাহেবকেও টাকা ধার দিয়ে থাকে, তাদের প্রয়োজন মত। এই উপলক্ষেই একদিন ঘোষ সাহেবের বাড়ী গিয়ে সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়। সুনন্দা, ঘোষ সাহেবের স্ত্রী ও মনোজের যৌবনের সহচরী। দীর্ঘদিন পর মনোজের দেখা পেয়ে সুনন্দা তাদের যৌবনের পরিচয়কে আবার ঘনিষ্ট করে তুলতে চায়, কিন্তু মনোজের কাছ থেকে যথাযথ

সাড়া পায় না। সুনন্দা ওদের মধ্যে বর্ত্তমানের বিরাট সামাজিক ব্যবধানের কথা মানতে না পেরে ক্ষিপ্ত হ'য়ে স্বামীর কাছে মনোজের নামে মিথ্যা অপবাদ জানায়।

মনোজের নামে তহবিল তছরূপের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসে। প্রচণ্ড লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য মনোজ আত্মগোপন করে। রমা তখন সেবাসদনে। মেয়ে কোলে বাড়ী ফিরে এসে সমস্ত শুনে রমা বিশ্বাস করতে চায় না এই বিপর্য্যয়ের কথা। কিন্তু বিধির লিখনকে কে এড়াবে? বিপর্য্যয় নেমে আসে ওদের জীবনে। সমস্ত ওলট পালট হ'য়ে যায়। পুলিশের নজর এড়াবার জন্য মনোজ পালিয়ে বেড়ায়—এক সহর থেকে অন্য সহরে। রমা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, এক টুকরো আশ্রয়ের সন্ধানে।

সময় ব'য়ে যায়।

দীর্ঘ ষোল বছর কেটে গিয়েছে।

মনোজ মেমারীর জমিদার-তনয় শ্যামলের গৃহ-শিক্ষক হিসাবে আশ্রয় পেয়েছিল। বালক শ্যামল আজ যুবকে পরিণত হয়েছে, তবুও মনোজকে আশ্রয়চ্যুত হতে হয়নি।

আর রমা, মেয়ে কমলাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বর্দ্ধমানে কৈলাস নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। কমলা আজ ষোড়শী যুবতী।

শ্যামল বর্দ্ধমানে মাসির বাড়ীতে থেকেই পড়াশোনা করে। মাসতুতো বোন মায়া আর কমলার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মায়ার মাধ্যমে কমলার সঙ্গে শ্যামলের পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়ের লজ্জা কেটে ক্রমে সম্পর্ক নিবিড় হ'য়ে ওঠে ওদের মধ্যে। ওদের এই ঘনিষ্ঠতা গুরুজনদের দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁরা সচেতন হ'য়ে ওঠেন। দু'জনকে এক করার কথা মেনে নেন নিজেদের মধ্যে। কিন্তু শাস্ত্রীয় আচারে বিয়েতে বাধা আসে। ষোল বছর যার স্বামী নিরুদ্দেশ, তার সধবার আচরণ অশাস্ত্রীয়।

চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে বাধা, মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্যে যে ব্যথা, আর এরই মধ্যে যে নাটকীয় পরিস্থিতির সমাবেশ, তা' যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি অপূর্ব।

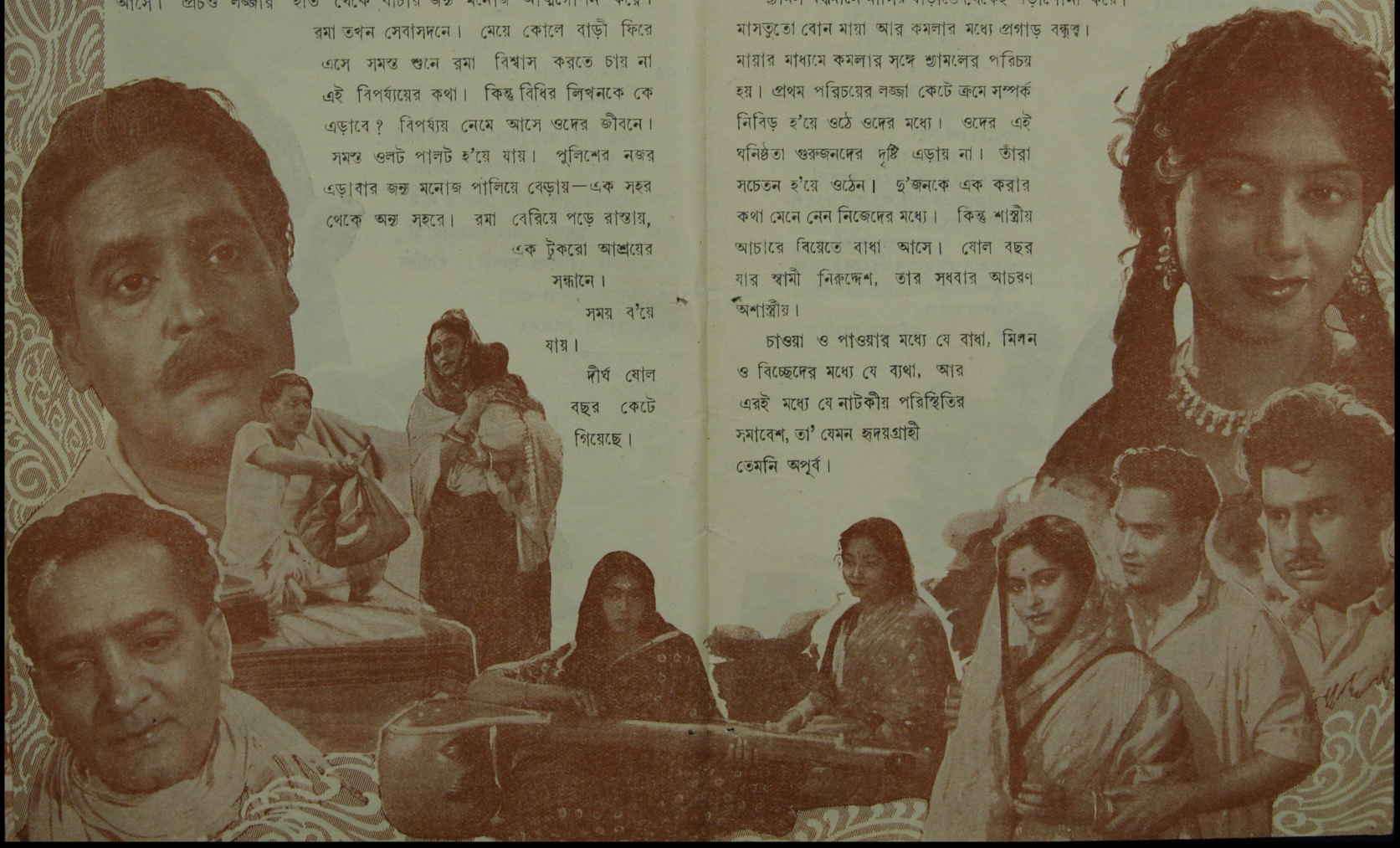

সঙ্গীতাংশ

(১)

বাঁকা আঁখি কোনে ফুল বান হানে
কত কথা মনে, শুধু মনই জানে ॥
কাছে শুধু ডাকে প্রদীপের আলো
পুড়ে মরে প্রজাপতি সেও বুঝি ভালো।
মরিচীকা কি আশায় কাছে টানে
নদী তবু ধায় ওগো তারই পানে ॥
ভালবেসে কভুও তো মন নাহি ভাবে
ফুল চেয়ে সে যে হায় কাঁটা শুধু পাবে,
মিলনের মালা জ্বালা যদি আনে
সেও যেন সুখ হয়ে বাজে প্রাণে ॥

(২)

কে জানে কখন মেঘে মেঘে আজ
হারাল শ্রাবণ বেলা
জীবনে আমার এ কোন ছায়ার খেলা।
সেই পথিকের পদধ্বনি
যেন বাতাসে উঠেছে রনি,
বাতায়ন পাশে তারই পথ চেয়ে
আঁখি দুটি আছে মেলা ॥
হে আকাশ বল বল :—
মেঘে মেঘে তুমি জাগালে এ কার
বুক ভাঙ্গা ব্যাকুলতা
জেনেছ কি তবে আমারি মনের কথা,
জলে ভরে দু'টি আঁখি
তবু, হাসি দিয়ে ব্যথা ঢাকি
সঞ্চয়ে মোর আছে যেন শুধু
অনাদর অবহেলা ॥

(৩)

তুমি যবে ছিলে কাছে
ফুল ডোরে বাঁধিনি,
বিদায়ের সেই ক্ষণে
সেদিনও তো কাঁদিনি ॥
বনছায়ে ফুল দলে হাসি কেন জাগে না
তারা জাগা এই রাতি আর ভাল লাগে না,
নভনীলে মেঘে ছায়া
কোথা সেই চাঁদিনী ॥
আজ তবে সেই সুরে বাঁশি কেন বাজে না
এ ভুবন ফাগুনের রঙে কেন সাজে না,
নিভিলনা বলে তবু
প্রদীপেরে সাধেনি ॥

(৪)

ভগবান, একি হ'ল ভগবান ॥
কে জানে কোথায় কবে
এই খোঁজা শেষ হবে
বল ওগো ভগবান ॥
চারি ধারে অমানিশা
আঁধারে হারালো দিশা
বুকে তবু কাঁদে তৃষা।
ওগো ভগবান !
একি খেলা, নিয়তির ঝড়ে নীড় ভাঙ্গে হায়
যে আকাশ ছিল নীল, মেঘে কেন ঢেকে যায়
কেন, ডোবে তরী তীরে এসে অজানা
নিরুদ্দেশে
কি আছে পথের শেষে
ওগো ভগবান ॥

(৫)

পাখী আর ভ্রমরের গানে গো
সুর ভরা দোল জাগে প্রাণে গো,
একি তবে রূপকথা, বাতাস কয় যে কথা,
কয় কি যে কথা মোর কানে গো ॥
ঐ দূর রামধনুকের দেশে
যাই আমি যাই ভেসে,
মন আজ বাধা নাহি মানে গো ॥
সুরে আর সুরভিতে
এ জীবন ভরে থাক্ থাকনা,
হৃদয় হারিয়ে যাক্ যাকনা।
আমি, আজ অকারণে কেন হাসি
এই আলো ভালবাসি
জানিনাত কে যে কাছে টানে গো ॥

(৬)

কোথা তুমি বেনুধর শ্যাম,
আজ শুধু কাঁদে ব্রজধাম ॥
কোথা গেলে গিরিধারী
কাঁদে শুক কাঁদে সারি,
কেন বাঁশিতে বাজেনা আর
শ্রীমতীর নাম ॥
নয়ানে কাজল নাই, কই সেই অভিসার বেশ
নূপুরে বাজেনা কেন সেই সুখ রেশ,
মিলনের সেই মালা
পরাণে আনিল জ্বালা,
ওগো ফিরে আজি এস তুমি
নয়নাভিরাম ॥

শ্রীবিষ্ণুর পরিবেশনায়

এস, বি, প্রডাক্‌সন্সের

উল্কা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
নরেশ মিত্র

কাহিনী : নীহার রঞ্জন গুপ্ত

সুর : সুধীন দাশগুপ্ত

* রূপায়ণে *

সুনন্দা, সবিতা, যমুনা সিংহ
জয়শ্রী সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
কমল মিত্র, জীবেন বসু,
জহর রায়, বীরেশ্বর সেন,
অনিল চ্যাটার্জী

নৃত্যে : মিশরীয় নর্ত্তকী
লীন্ ও লীস

* সেতার ঝঙ্কার *
ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন

প্রভাত প্রডাক্‌সন্সের

মমতা

পরিচালনা :
প্রভাত মুখার্জি

রূপায়ণে :
অরুন্ধতী,
বলরাজ সাহানী
মঞ্জু দে,
দীপক মুখার্জি
ও
বেবী রাধা

মেট্রোপলিটান পিক্‌চার্সের

মানময়ী গার্লস স্কুল

রচনা : রবীন মৈত্র

রূপায়ণে : বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

প্যারামাউন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা—১